জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/প্রেস:বিজ্ঞ:/২৩৯/১৩-১৭ তারিখ: ১৫/ ০৮/ ২০১৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন

আজ ১৫ ই আগস্ট ২০১৮ তারিখ সকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক, সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ। পরে কমিশন কার্যালয়ে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে কাজী রিয়াজুল হক বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বলেন, “আজ থেকে ৪৩ বছর আগে একদল বিপথগামী সেনাসদস্যদের চক্রান্তে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হত না, বাঙালি আজকের অবস্থানে আসতে পারত না। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অর্ধেক সময় কারাগারে কাটিয়েছেন কেবল এদেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য। সেই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে না জানলে বাংলাদেশকে জানা যাবে না। তিনি স্কুলজীবন থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি ভাষার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। এজন্য তৎকালীন সময় তাকে জেলে যেতে হয়। কারাগারে বসে তিনি ভাষা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই ভূখন্ডের নাম হতে হবে বাংলাদেশ। তখন থেকে তিনি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। পৃথিবীতে অনেক রাজনীতিবিদ এসেছেন তবে বঙ্গবন্ধুর মত সাহসী রাজনীতিবিদ পৃথিবীতে বিরল। এই ভূখন্ডের স্বায়ত্তশাসনের কথা তিনি বলেছিলেন যার কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হল। তাঁকে মুক্তির নামে সেনাদপ্তরে নিয়ে নির্মম অত্যাচার করা হয়েছিল। তাঁর মুক্তির দাবিতে প্রচন্ড আন্দোলনের ফলে স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম বিচক্ষনতার জন্য আমরা এদেশ স্বাধীন করতে পেরেছি। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের প্রতিটি সদস্য স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপস করেননি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য কিভাবে আমরা দারিদ্রমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তার জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা করতে হবে। তাঁর খুনিদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। **এজন্য বিদেশে পলাতক খুনিদের দেশে এনে শস্তির আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কমিশন থেকে চিঠি পাঠানো হবে।**” মাননীয় চেয়ারম্যান সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শনে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান। দোয়া মাহফিলে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

ধন্যবাদান্তে,

ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন